‘নারীবাদ’ মহিলাদের ক্ষমতা কেনার অস্ত্র।

ON JULY 8, 2020 BY BLOGGER CODE 7IN UNCATEGORIZED

অ্যালবার্ট অশোক

সাধারণতঃ সমাজে কোন অন্যায় অবিচার ঘটলে , দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জোট বেঁধে প্রতিকার চাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখলাম , সমাজ বহুধায় বিভক্ত , যেমন, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় দল, লিংগবাজের দল, জাতি গোষ্ঠির দল , ইত্যাদি ও সবাই , সবগোষ্ঠি কোননা কোনভাবে অন্যায় ও ঘৃণ্যতম অপরাধ করে থাকে। যখন নিজের দল অপরাধ করে নিজে চুপ থাকে। অন্য দল একই কাজ করলে চেঁচায়। তার মধ্যে কান্নাকাটি করে কেউ যদি মিডিয়াকে আনতে পারে , প্রচার পায়। মিডিয়া দেখে , কোন খবর তার ব্যবসা টাকা তৈরি করবে। মিডিয়া তো দানছত্র খুলে বসেনি।

সমাজে রাজনীতি বাদে নারীবাদ বলে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে যার বয়েস প্রায় দেড়/দু’শত বছর। তারা একচেটিয়ে বলে আসছে , পুরুষ দানব, পুরুষ নারী নির্যাতক, ধর্ষক, পুরুষের মৃত্যুদন্ড । কিন্তু তারা এটা বলছেনা যেই ধর্ষক হবে , অপরাধ করবে তাদের শাস্তি বা মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। কারণ নারী ও ধর্ষক। ভারতে নারীকে ধর্ষনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেনা। ইউরোপ আমেরিকাতে করে। এছাড়া প্রতিটি ঘরে মহিলারা যেভাবে পুরুষ পীড়ন করে তা ৪৫ এর উপর সকল পুরুষেরাই জানে। পৃথিবীতে পুরুষ বিয়ের পর আত্মহত্যা বেশী করে শুধু মহিলাদের জ্বালায়। মহিলারা ধোয়া তুলসীপাতা ? পুরুষের পক্ষে কয়জন ৪০বছরের নীচে পুরুষ নারী উকালতি করেন?

-

Social activists and supporters shout slogans to protest against the alleged rape and murder of a 27-year-old veterinary doctor in Hyderabad, during a demonstration in New Delhi on December 3, 2019. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)
-

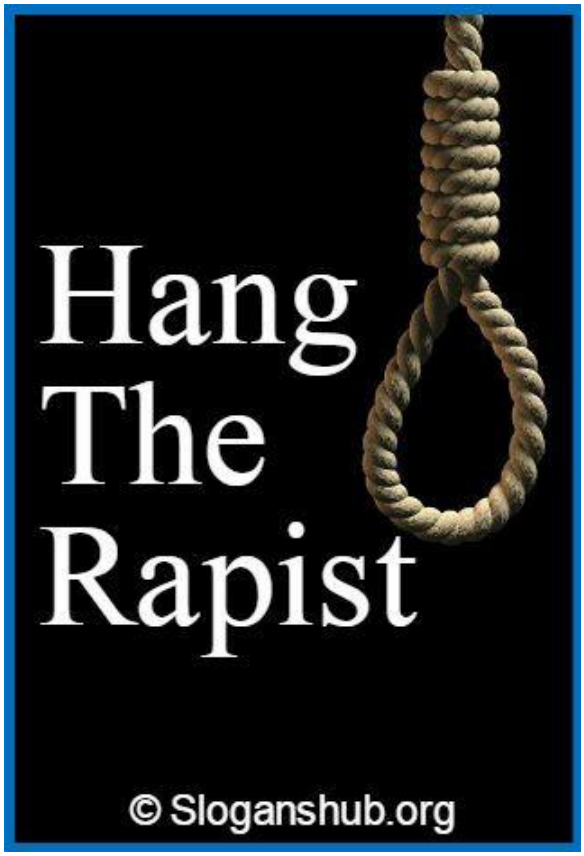

-

প্রশ্ন হল, শুধু পুরুষরাই কি ধর্ষক? নারী পীড়ক? আর নারীরা ভেড়ার মত শান্ত , বা ধোয়া তূলসীপাতা? মানব সমাজে প্রতিটি ঘরে মহিলারা বাস। মহিলাকে ভরণপোষণ থেকে তার আহ্লাদের জিনিস বা জমি জমা, টাকা পয়সা সবই পুরুষ নারীকে দেয়। নারী অধিকাংশই গ্রামে গঞ্জে শহরে ঘরের বৌ হিসাবে থাকে। কোন সরাসরি উপায় করেনা। এই যে বিনা পরিশ্রমে এত উপহার পায় তার জন্য নারীর কৃতজ্ঞতা বোধ কোথায়? স্বামী তার দামী শাড়ি বা সোনার অলঙ্কার, বা তার চাহিদা না মেটালে সে ঘরে অশান্তি বাধায় ও মানসিক পীড়ন করে। আপনারা এইগুলির বিচার কি করলেন? স্বামীরা তাদের কাজ কর্ম ফেলে রাস্তায় নামেনা প্রতিবাদ করতে স্বামী পীড়ন বন্ধ করুন। স্বামী পীড়কমহিলাকে ফাঁসী দিন। মহিলারা স্বামীর পয়সায়, ও অনেক অবসর পায় বলে নারীবাদ নিয়ে রাস্তায় নামে আর কলেজের ছেলেমেয়েরা – একেবারে অবুঝ, ও ইমোশনাল্ ভাবাবেগে চলে, তারা গভীর বিচার করতে জানেনা, তারা বাপের হোটেলে খায় আর কলেজে ও রাস্তায় হৈ হৈ ও কলরব করে। নিজের রোজগার করে করতে হলে পাছা ফেটে যেত।

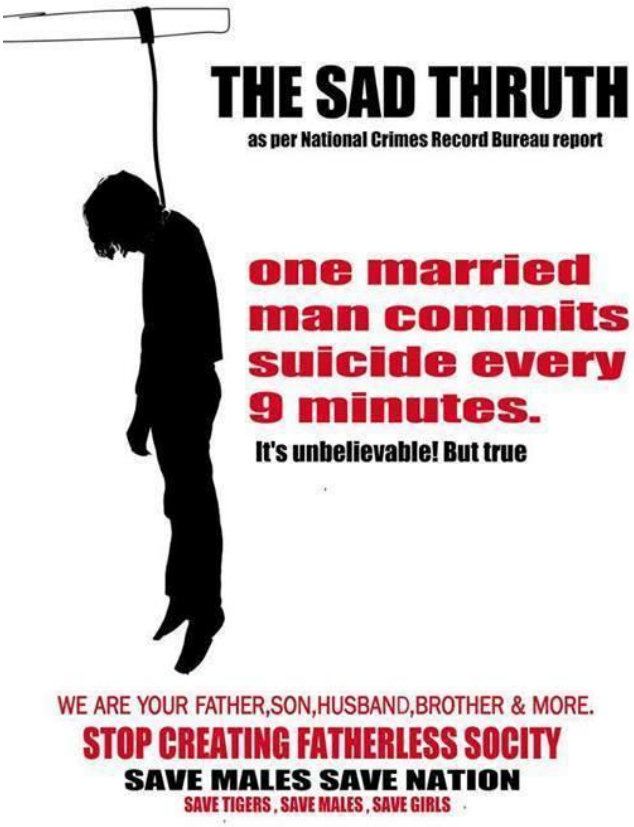
THE SAD THRUTH
as per National Crimes Record Bureau report
one married man commits suicide every 9 minutes.
It's unbelievable! But true
WE ARE YOUR FATHER,SON,HUSBAND,BROTHER & MORE.
STOP CREATING FATHERLESS SOCITY
SAVE MALES SAVE NATION
SAVE TIGERS , SAVE MALES , SAVE GIRLS

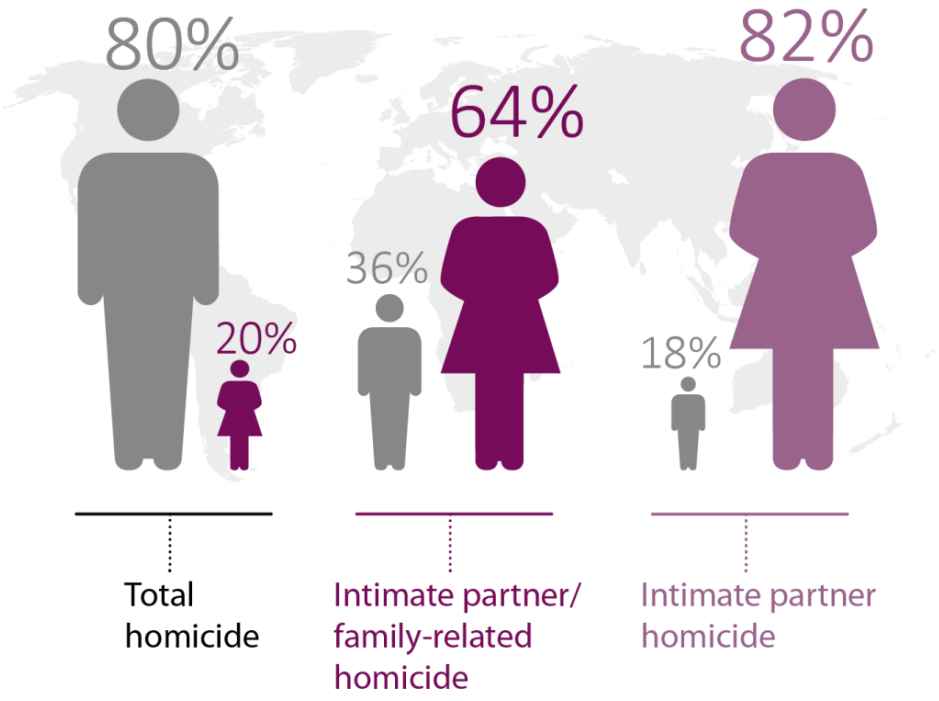
80%
20%
64%
36%
82%
18%
Total homicide
Intimate partner/ family-related homicide
Intimate partner homicide

আপনি যদি ইউনাইটেড নেশনের বুলেটিন বা বার্ষিক রিপোর্ট পড়েন দেখবেন , নারী হোমিসাইড ২জন আর পুরুষ হোমিসাইড ৮ জন। আপনি কোনদিন শুনেছেন একজন পুরুষের মৃত্যুর জন্য মিছিল হতে মোম্বাতি জ্বালাতে ?্মহিলাদের বেলাতেই হয় কারণ মহিলাদের একটা যোনি ও দুটি স্তন আছে , এবং প্রতিবাদী পুরুষ তা রক্ষা করতে চায় নিজের বাবা ভাই ও বন্ধুকে মেরে , শায়েস্তা করে। এক এক হিংসার খেলা।
মহিলাদের বিরুদ্ধে আজ গত ৩০ /৩৫ বছরে অসংখ্য সচেতন ও পুরুষ রক্ষা কমিটি গড়ে উঠেছে। তারা মহিলাদের একচেটিয়া কান্নাকাটিকে সরিয়ে আসল সত্য বার করে মহিলাদের জেলের ব্যবস্থা করছে।
প্রত্যেকটা ঘরে যদি পুরুষ মহিলাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মামলা করে মহিলাদের অবস্থা ঢিলে হয়ে যাবে। মহিলারা পুরুষের টাকায় মিছিল ও নারী বাদ করে।

মহিলারা, পৃথিবীর অর্ধেক লোকসংখ্যা। গ্রাম (চাষ বাস এলাকা , শিক্ষা চাকরি ক্ষুদ্র) প্রায় অর্ধেক (3.4 billion) 3,400,000,000 /২= অর্থাৎ ১৭০০ ,০০০,০০০ মহিলা গ্রামে আর শহরেও প্রায় এই সংখ্যার কাছা কাছি। ইউনাইটেড নেশনের সূত্র অনুযায়ী ২০১৭ তে ২জন গ্রামে ১ জন শহরে থাকেন নারী পুরুষ লোকসংখ্যার। মূলতঃ পৃথিবীতে ৩টি বড় ধর্ম , এছাড়াও আরো ক্ষুদ্র ধর্মের লোকও আছেন। বোরখা পড়া মুসলিম মহিলা , বা পর্দানসীন মহিলা, যারা নিজেদের আধুনিক সমাজব্যবস্থার সাথে পুরুষের পাশাপাশি বসতে ও কাজ করতে বা পুরুষের সমান ভাবতে নারাজ , তাদের সংখ্যাটা বেশ বড়। মুসলিম ছাড়াও খ্রীস্টান , ও হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন তাদের মাথা পুরুষ ও পুরুষের শাসন তাদের ও তাদের সন্তানদের কাছে মঙ্গল জনক। তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও আছেন। সবাই অশিক্ষিত নন। এবার যারা আধা শহরে বা কসমোপলিটন শহরে থাকেন। তাদের মধ্যেও একটা বড় সংখ্যক মহিলা মনে করেন পুরুষরাই তাদের গাইড ও বস।
হিসাব করলে দেখা যাবে , ‘নারীবাদ’ কপচায় মুষ্টিমেয় কতগুলি মহিলা , বিনা পরিশ্রমে ফসল কুড়াবার সুবিধা বাদী মহিলা। গরিলা গার্লস (Guerrilla Girls ১৯৮৫ সালে কিছু নারীবাদী কাজ করে যাচ্ছে। আজ ৩৫ বছর ধরে তাদের দলে কোন মহিলা ভিড়ছেনা।) , ফেমেন (FEMEN, is a feminist activist group ,2008) পুসিরাইয়ট (Pussy Riot based in Moscow, August 2011) রেড স্টকিং(Redstockings, also known as Redstockings of the Women’s Liberation Movement, January 1969 in New York City) এইসব দলগুলি নিজেরা বেপরোয়া হয়ে আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে , নিজেদের যোনী স্তন প্রদর্শন করে, নারীবাদ প্রচার করেও আজ ৫০ বছর ধরে কিছু করতে পারেনি। মেয়েরা অধিকাংশই তাদের অপছন্দ করে।
প্রশ্ন হল নারী নির্যাতনকে সামনে রেখে , রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। ঠিক যেভাবে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলি বলে, আমরা সাধারণ মানুষের সেবক, তাদের জীবন উন্নত করার জন্য আমাদের ভোট দিন। আর ভোট পাবার পর তারা স্বজন পোষণ শুরু করে ডাকাতি সরকারি

This article is more than **10 years old**

Up to 64,000 women in UK 'are child-sex offenders'

After Plymouth case shocked the nation, police say number of women abusing children is rising

▲ Nursery school worker Vanessa George pleaded guilty to sexually abusing young children. Photograph: Rex Features

Child sex abuse by women is significantly more widespread than previously realised, with experts estimating that there could be up to 64,000 female offenders in Britain.

Researchers from the Lucy Faithfull Foundation (LFF), a child protection charity that deals with British female sex offenders, said its studies confirmed that a "fair proportion" of child abusers were women. Donald Findlater, director of research and development, said results indicated that up to 20% of a conservative estimate of 320,000 suspected UK paedophiles were women.

The release of the figures comes days after a Plymouth nursery school worker, Vanessa George - together with Angela Allen from Nottingham and Colin Blanchard from Rochdale - pleaded guilty to sexually abusing young children.

'Predator' filmed herself raping kids then got female friend to share it

View 3 comments

Jimmy McCloskey Wednesday 19 Feb 2020 6:55 pm

181 SHARES

Melanie Smith, left, filmed herself raping underage children – then passed the abuse images to friend Holly Clayton, right to distribute among other pedophiles (Pictures: US Attorneys Office – Southern District of Georgia)

A 'predator' filmed herself raping children, then got a female friend to share the abuse images among other pedophiles.

The abuser, Melanie Smith, was jailed for 30 years Wednesday, with the woman who shared the clips – Holly Clayton – sentenced to a decade behind bars.

Smith, of Savannah in Georgia, produced multiple sexually explicit photos of underage children, and was also ordered to pay $3million restitution for her crimes.

The 30 year-old pervert then gave them to 34 year-old Clayton, of Port Wentworth in Georgia, to distribute.

কোষাগার লুটপাট শুরু করে দেয় সাধারণের কথা তখন আর মনে থাকেনা। নারীবাদী এই করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছে। নারী কমিশন বানিয়েছে , মহিলাদের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছে । অযোগ্যদের কর্মক্ষেত্রে বসিয়েছে। তাদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আসলে কি সাধারণ মহিলাদের কোন উন্নতি করেছে ? **ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর অনেক মহিলা ক্ষমতায় বা মন্ত্রীত্ব পেয়েছিল , তারা কোনদিন মহিলাদের একটা স্নানঘর বা পায়খানার কথা ভেবেছিল? মহিলারা গ্রামে ভোর বেলায় ক্ষেতে মলমূত্র ত্যাগে যেত তাতে নানা আপদ বিপদ ছিল। মহিলাদের পায়খানা বা স্নানঘর বানিয়েছে একজন পুরুষ। তাহলে নারীবাদীরা কি করে ?**

সারাপৃথিবীর সংস্কৃতি বিচার করলে দেখবেন , তাদের একটাই কথা। মহিলা ধর্ষন হয়েছে। মহিলাকে মারা হয়েছে। কিন্তু কোনদিন ভুলেও শুনেছেন , তাদের দল দাবী তুলেছে পুরুষ পীড়ন মহিলারা বন্ধ করুন। অল্পবয়েসী বাচ্চাদের সাথে যৌন কাজ করবেননা। ইত্যাদি ইত্যাদি। বা পুরুষকে চুষে খাবেননা, তাদের এটিএম ভাববেননা?

উপরে দুটি স্ক্রীনশট দেখালাম। এরকম স্ক্রীন শট আমি প্রচুর দেখাতে পারি। তাহলে আপনি কি কোনদিন এইসব মহিলাদের বিরুদ্ধে মোমবাতি জ্বালিয়ে, মিছিল করে, প্ল্যাকার্ড তুলে, রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ করেছেন? বা এই যে স্কুল কলেজের বাপের হোটেলে থেকে ফোটানি মারা যুবক যুবতী তারা কোনদিন মহিলাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে?

বিচার একপক্ষের হবে কেন? নারী পুরুষদের চেয়েও ভউঙ্কর অপরাধী, অথচ সবাই উপেক্ষা করে মাফ করে দেয়। কেন? নারীর যোনি আর দুটি স্তন আছে বলে? আর পুরুষের শিশ্নের কোন দাম নেই?

নারী মিথ্যুক আর তারা বিশ্বাসঘাতক। যে থালায় খায় সে থালায় মলমূত্র ত্যাগ করে যায় অকৃতজ্ঞ। তারা নিজেদেরও পছন্দ করেনা। এক নারী অন্য নারীকে সহ্য করেনা একই ঘরে। সে মা মেয়ে হোক বা শ্বাশুড়ী বৌ সম্পর্ক হোক

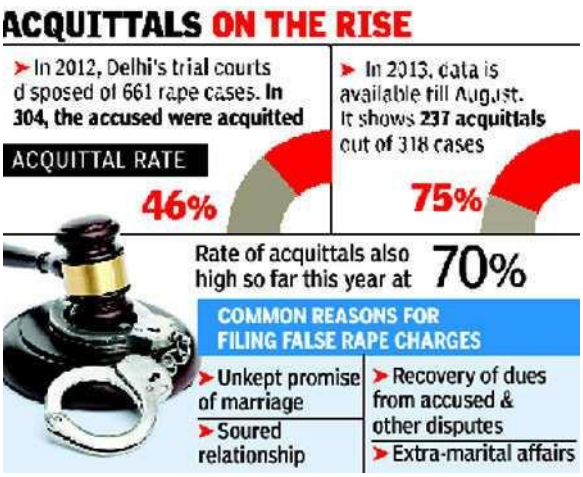

নারী কোনকিছু পাওয়ার লোভে ধর্ষনের মামলা আনে। পুরুষের সাথে না পেরে মিথ্যা ধর্ষনের মামলা আনে। ভারতের সুপ্রীমকোর্ট ও হাই কোর্ট এব্যাপারে বহুবার নোটিস এনেছে। কিন্তু মিথ্যা মামলার জন্য মেয়েদের কোন সাজা হয়না।অথচ অভিযুক্ত ছেলেটির মানসিক অবস্থা ট্রমায় পরিণত হয় । উকিল টাকাপয়সা অযথা হয়রানি ইত্যাদি পোহাতে হয়।

নারী অপরাধ করে পার পেয়ে যায় এই ঘটনা পুরুষ জাতিকে নারীর উপর ঘৃণা জন্মিয়েছে। সুযোগ পেলে সে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ তো হবেই।

Women's panel claims over HALF the rape cases registered in past year were false allegations

By MANSI TEWARI
PUBLISHED: 23:17 GMT, 5 October 2014 | **UPDATED:** 23:17 GMT, 5 October 2014

Share

View comments

Frivolous rape cases are on the rise in the Capital, if the Rape Crisis Cell of the Delhi Commission for Women (DCW) is to be believed.

According the data, 1,466 of the 2,753 rape cases registered with the women's panel between April 2013 and July 2014 were found to be false.

Chairperson of the Delhi Commission for Women Barkha Singh said such "frivolous" complaints were worrisome.

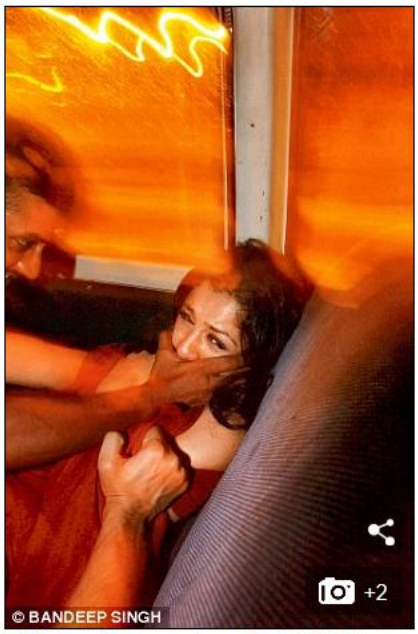

Of the total cases registered,only 1,287 have been proven to be genuine (picture posed by model).

না। দেড়শ বছর ধরে নারী জাগরণ ও নারীবাদ নারীকে কিছুই দেয়নি। বরং আমি দেখেছি লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক মহিলা হাজার হাজার নারী পুরুষের জীবনে উন্নতি আনছেন। তারা নিজেদের নারীবাদী ভাবেননা। এবং তারা কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার ধার ধারেননা। আপনমনে সামাজিক কাজ করে যান।
'কৌন ব্নেগা কৌরপতি'তে 'করমবীর' বলে বহু এমন সম্মানীয় মহিলা আবির্ভাব হয়েছিলেন যাদের দেখে আপনার শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসবে। কি তাদের বিশাল অবদান। তারা ঐ ন্যাংটো মহিলা, যারা যোনী ও স্তন প্রদর্শন করে বিপ্লব করতে চান তাদের মতন নন। যারা যোনি ও স্তন প্রদর্শন করে খবরের শিরোনামে আসেন আসলে তারা সুবিধা বাদী নিজের গ্ল্যামার কিনে রোজগার করতে চান। জনগনের কেউ নন। সমাজের কলয়ানের জন্য নারীবাদের দরকার হয়না।

KBC 11: Amitabh Bachchan welcomes Infosys Foundation head Sudha Murty in Karamveer Special

Kaun Banega Crorepati 11: Infosys Foundation chief Sudha Murty gifted a chadar made by devadasis to host Amitabh Bachchan.

ADVERTISEMENT

AMITY UNIVERSITY | 4000+ STUDENTS STUDYING AT AMITY SCORED 90%+ IN CLASS XII BOARDS

India Today Web Desk
New Delhi
November 12, 2019 UPDATED: November 12, 2019 12:48 IST

Sudha Murty and Amitabh Bachchan on the sets of Kaun Banega Crorepati 11.

Sudha Murty, Infosys Foundation chief shot for KBC 11 Karamveer Special on Monday, November 11. The writer and philanthropist was happy to be a part of the Karamveer Special and meet Amitabh Bachchan.

"I am movie buff so I am really happy that I got to meet a great actor like Amitabh Bachchan. Winning or not winning is not a big deal but our main motive is to reach out people about the work we do," said Sudha Murty.

"I have been working for the last 23 year for Infosys Foundation. We have worked for people affected by natural calamities like drought, flood, tsunami and earthquake. We also work for the mid-day meal. For children, we work a lot. For kids, we have made schools, hospitals, libraries and also arrange mid-day meals. We have made the largest kitchen in India near Hyderabad where we cook food for 1 lakh kids. Akshaypatra cooks the food but we have facilitated them," added Sudha Murty.

Amitabh Bachchan was not well for the past few days resumed his shoot on Monday and shot for three episodes at a go. He took to his blog and shared his experience of meeting Sudha Murty. He wrote,"Had the honour and privilege of being in the company of Sudha Narayan Murthy, the wife of Infosys Narayan Murthy and to hear and learn about her Foundation and the immense amount of work that she has done and is doing for the poor and underprivileged , in particular the succour and a fresh life she is giving to the ancient tradition of the Devdasis, and giving them a new beginning. What an amazing experience. What a lady... and what an immense learning for me and all that come under her care and influence." (sic)

Sudha Murty gifted a chadar made by the devadasis to Big B. "A chadar stitched by the women devdasis' whom Sudha ji has given a new life to... away from the old tradition where they were relegated to discrimination... and a gift for me to ever remember and be in awe of her tremendous work."(sic)

Last week, actress Sakshi Tanwar was on KBC 11 along with social activist Shyam Sunder Paliwal. He has worked to change the mindset of the people of Piplantri village (Rajasthan) towards the girl child.

সমাজে কিছু মহিলা, গোনা যায় , তারাই সমাজের দেবী, ও শ্রদ্ধার পাত্র। বাকীরা মানুষ পর্যায়ে পড়ে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

ধরে নিলাম নারীর সমস্যা আছে , কিন্তু এই সমস্যা মেটাতে নারী পুরুষকে সাথে না নিয়ে কি করে মেটাবে? আজ অবধি নারী একা কিছু করতে পারেনি, যদি পুরুষ তার সমর্থন না করে। এই সত্য নারীকে শিখতে হবে।

শুরু থেকে নারীবাদ সমাজকে কি দিয়েছেঃযাচাই করুন

On July 9, 2020 By BLOGGER code 7In UncategorizedLeave a comment

অ্যালবার্ট অশোক

কোকিল যেমন নিজে বাড়ি বানাতে পারেনা, কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তেমন মেয়েরাও, নিজের রাজত্ব কোনদিন বানাতে পারেনা, পারেনি, পারবেনা।রাজত্ব বানাতে গেলে দরকার হয় শ্রমিকের। সৈন্যের। কারিগর ও অংক বিদ্দের। এতদিন ধরে মেয়েরা এইগুলিতে নেই। মেয়েরা নির্ভর করে পুরুষের উপর।পুরুষ কখনো চায়না তার মাথায় একজন মহিলা বসুক।সেতো মহিলার উপর বসে। এটা সে বল/পেশীশক্তি দিয়ে কিনেছে। মেয়েরা যদি রাজত্ব বানাতে চায়, তাহলে তারা মেয়ে শ্রমিক জোটাক, যদিও কিছু পাবে মেয়ে সৈন্য, কারিগর ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার, অংকবিদ্ কোথায় পাবে? ফলে মেয়েদের ক্ষমতায়ন কোনদিন হতে পারেনা। শুধু তাই নয় মেয়েরা পুরুষের সমানও কোনদিন হবেনা

৩ জুলাই ২০২০

নারীবাদের (Feminism) প্রথম দিকে বোঝা যায়নি নারীবাদকে যন্ত্র ও অস্ত্র বানিয়ে নারীরা তাদের কুকর্মকে ঢাকতে যাবে। যেমন ধরুন, **শার্লট পারকিনস গিলম্যান (Charlotte Perkins Gilman) একজন প্রতিষ্ঠিত নারীবাদী আটলান্টা কন্সটিটিউশনের (the Atlanta Constitution) জন্য নারীবাদ সম্পর্কে নীচের নিবন্ধটি লিখেছিলেন, ১০ ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত।**

(আমি মোটামুটি একটা বাংলা করে দিলাম)

নারীবাদ সত্যই, সমস্ত বিশ্বের মহিলাদের সামাজিক জাগরণ। feminism, really, is the social awakening of the women of all the world.

পুরুষেরা কয়েক হাজার বছর ধরে যেসব সংগ্রাম করে আসছে ,নারী এক শতাব্দী বা ততোধিক সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, দ্রুত এবং স্বেচ্ছায় বৃহত আকারে, সামাজিক অগ্রগতির সেই একই পদক্ষেপ নিচ্ছে। Women are going through in a century or so, swiftly, and in large measure voluntarily, the same step of social progress which men have been struggling through in hundreds of thousands of years.

আমাদের সকল পুরুষদের ধন্যবাদ জানাতে হবে;তাদের সমস্ত প্রেমময়-দয়া, সঠিক ন্যায়বিচারের সাহায্য, ও উদারতা যা মহিলাদের দেওয়া হয়েছে তার জন্য এবং আমাদের পুরুষদের দোষ দিতে হবে তাদের দীর্ঘতম খারাপ কাজ, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা এবং নারীর ঊর্ধ্বগতিতে প্রতিটি পদক্ষেপের সবচেয়ে সহিংস ও অন্যায় বিরোধীতার জন্য ।
we have to thank men for all the loving-kindness, the wise helpfulness the justice, and generosity which have been given to women; and we have to blame men for a long black record pf rank injustice, cruelty, and the most violent and unfair opposition to every step of woman's upward progress.

এক শতাব্দী বা তারও আগে একজন মহিলা এত অজ্ঞ, অসহায় এবং অধীনস্থ অবস্থানের ছিল তা এখন পুরোপুরি স্পষ্ট। A woman who holds the wholly ignorant, helpless, and subordinate position, so common a century or more ago, is now the conspicuous one.

মহিলারা হল আনন্দ দায়ী (বংশ রক্ষার?) ধরণের- পুরুষ নয়। পুরুষরা হ'ল যৌনময় প্রকারের, তারপর তারা মানুষ – যতক্ষণ তার পুরুষত্ব সে চালাতে পারে। তাঁর পুরুষত্ব তাকে মানুষ হতে বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু নারীকে তার নারীত্ব মানুষ হওয়ার পথে তত বাধা সৃষ্টি করেনা। The female is race type- not the male. The male is the sex type, especially, and then human- as far as his masculinity allows. His being a male hinders his being human more than her being a female does.
ফলে, মেয়েলি পৃথিবী মানে অধিক ভাল দুনিয়া, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, ও ভাল শিক্ষিত। a more feminine world means a better world, cleaner, safer, healthier, better taught.
নারীর অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল এইরূপ, সন্তানের জন্য পিতা বাছাই করার ক্ষেত্রে যত্নবান হয়ে নির্বাচন করা ।এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা এবং জ্ঞান। The essential duty of the female as such is to exercise careful selection in choosing a father for her children. This requires freedom and knowledge.

মহিলারা সবসময় পুরুষদের ভালবাসবে। women will always love men.

অতীতে নারীরা খারাপ ব্যবহার পেয়েছে তবু, পুরুষরা মেয়েদের যাই বিচার করে থাকুক, এমনকি যত খারাপ ব্যবহার তা্রা সহ্য করে থাকুক, নারীরা পুরুষদের ভালবাসবে।They always have, even with the kind of Men the past has given them, even with the kind of treatment they have had to bear. মনের মধ্যে সেই সব সত্য রেখে আমাদের কি সন্দেহ করা দরকার যে তারা অধিক ভালো, পরিচ্ছন্ন, সম্ভ্রান্ত আগতদের ভালোবাসবে?With that fact in mind need we doubt that they will love the wiser, cleaner, noblemen who are coming?
যে লোকেরা সুখে সহবাস করে তারা এগুলি সম্পর্কে সারাক্ষণ কথা বলে না, লেখেন না বা গান করেন না।People who are happily mated do not talk, write, or sing about it all the time.
ধাপে ধাপে নারীবাদ, পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ মিলন সম্ভব করে তোলে কারণ, এটি মহিলাদের মধ্যে বিস্তৃত মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করে; এর অর্থ কমরেডশিপ, বন্ধুত্ব, বৃহত্তর প্রেম।Feminism step by step, makes possible closer union, deeper attachment between men and women because it develops in the women the broader human characteristics; it means comradeship, friendship, a larger love.
এবং এইভাবে ঘর নতুন হয়ে উঠবে, পুরুষের কাঁধ থেকে সরিয়ে নেবে, আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এটা সামনে আনবে, তার শ্রমের জন্য চতুর্থ পঞ্চমাংশ মুক্ত হবে, তার

As Mrs. Gilman Sees Feminism

Feminism, really, is the social awakening of the women of all the world.

Women are going through, in a century or so, swiftly, and in large measure voluntarily, the same steps of social progress which men have been struggling through in hundreds of thousands of years.

We have to thank men for all the loving kindness, the wise helpfulness, the justice and generosity which have been given to women; and we have to blame men for a long black record of rank injustice, cruelty, and the most violent and unfair opposition to every step of woman's upward progress.

A woman who holds the wholly ignorant, helpless and subordinate position so common a century or more ago, is now the conspicuous one.

The female is the race-type—not the male. The male is the sex-type, especially, and then human—as far as his masculinity allows. His being a male hinders his being human more than her being a female does.

A more feminine world means a better world, cleaner, safer, healthier, better taught.

The essential duty of the female as such is to exercise careful selection in choosing a father for her children. This requires freedom, and knowledge.

Women will always love men. They always have, even with the kind of men the past has given them, even with the kind of treatment they have had to bear. With that fact in mind need we doubt that they will love the wiser, cleaner, nobler men who are coming?

People who are happily mated do not talk, write, or sing about it all the time.

Feminism, step by step, makes possible closer union, deeper attachment between men and women, because it develops in the women the broader human characteristics; it means comradeship, friendship, a larger love.

It is going to remodel the home, take it off man's shoulders, bring it up abreast with our scientific management, set free four-fifths of its labor, reduce its outrageous cost, improve its methods.

অতিমূল্য ব্যয় হ্রাস করবে, তার পদ্ধতিগুলিকে উন্নত করবে।It is going to remodel the home, take it off man's shoulders, bring it up abreast with our scientific management, set free four-fifths od its labor, reduce its outrageous cost, improve its methods.

১৯১৬ সালে প্রকাশিত পত্রিকার ছবি

ATLANTA CONSTITUTION MAGAZINE SECTION

What is "FEMINISM"?

The Most Famous of "Feminists," Charlotte Perkins Gilman, Answers the Timely Question in a Characteristically Frank and Forcible Way---An Analysis of the Modern Woman's Aims and a Prophecy of Her Future.

CHARLOTTE PERKINS GILMAN, great-grand-daughter of Lyman Beecher, author, lecturer, exponent of the modern woman, has seemed to be the one person to whom the question at the head of this page might be put with greatest assurance of an authoritative answer. On both sides of the Atlantic Mrs. Gilman is recognized as perhaps the supreme voice of today's womankind, and the arch critic of the "man-made world." Author of "Women and Economics," "Concerning Children," "Moving the Mountain," and other powerful books, a brilliant and convincing speaker, Mrs. Gilman is equipped to set forth in the most pointed terms the meaning of the remarkable revolution of which the European war has been not the least important of recent factors.

By Charlotte Perkins Gilman

WHAT indeed!

Here is a question as big as the better half of the world, and as small as the tightest little hard-boiled prejudice of the meanest mummified relic of an ancestral mind, an inherited mind, a mind that never takes a step of its own volition, but merely goes through the motions in which it was brought up, or sits, immovable, as it was carefully instructed to sit.

Feminism, really, is the social awakening of the women of all the world. It is that great movement, partly conscious and more largely unconscious, which is changing the centre of gravity in human life. We have had, all these ages, a man-made world, a world in which women were loved as a sex, valued as mothers, and exploited as servants. Outside of being loved, being valued, being exploited, they had no existence. Talk of "the submerged tenth!"—they have been the submerged half. "Feminism" is their emergence.

Women are coming out, coming up, coming forward, by millions and millions.

CHARLOTTE PERKINS GILMAN.

Those who thus fear Feminism seem equally convinced of both these evils. It would appear, judging from what they dread, that women, given freedom, either hate men, or have the most unlimited demand for them. If that is so, what a pleasant picture it presents of "the home," with the woman compelled to remain in it!

We are expected to believe that women do not, by nature, love their homes or their children; that they will cease to do housework as soon as they can do anything else; and therefore, we can only judge that in all this worldful of "happy homes" there are but hopeless women slaves, women who prefer celibacy forced into unwilling marriage, women who prefer free love forced into submission to one master.

The feminists do not say this; the anti-feminists say it, in their frantic fear of freedom for women.

They are so pitifully wrong!

They have not the faintest knowledge of what the female sex really is. Listen now:

First, the female is the race-type—not the male. The male is the sex-type, especially, and then human—as far as his masculinity

As for housework, it is quite true that women of the 20th century will refuse to be contented with a grade of work parallel to bronze knives and wooden ploughs, but they will learn to fulfil the same needs, better, more economically, in more modern ways.

Now as to the pet bugaboo of the anti-feminists—Free Love:

It is true that some women are licentious, and changeable. They are not a drop in the bucket compared to men so affected, but there are some. It is true, further, that among millions of women in the feminist movement there are some of this kind, and it is in

As Mrs. Gilman Sees Feminism

Feminism, really, is the social awakening of the women of all the world.

Women are going through, in a century or so, swiftly, and in large measure voluntarily, the same steps of social progress which men have been struggling through in hundreds of thousands of years.

We have to thank men for all the loving kindness, the wise helpfulness, the justice and generosity which have been given to women; and we have to blame men for a long black record of rank injustice, cruelty, and the most violent and unfair opposition to every step of woman's upward progress.

A woman who holds the wholly ignorant, helpless and subordinate position so common a century or more ago, is now the conspicuous one.

The female is the race-type—not the male. The male is the sex-type, especially, and then human—as far as his masculinity allows. His being a male hinders his being human more than her being a female does.

A more feminine world means a better world, cleaner, safer, healthier, better taught.

The essential duty of the female as such is to exercise careful selection in choosing a father for her children. This requires freedom, and knowledge.

Women will always love men. They always have, even with the kind of men the past has given them, even with the kind of treatment they have had to bear. With that fact in mind need we doubt that they will love the wiser, cleaner, nobler men who are coming?

People who are happily mated do not talk, write, or sing about it all the time.

Feminism, step by step, makes possible closer union, deeper attachment between men and women, because it develops in the women the broader human characteristics; it means comradeship, friendship, a larger love.

It is going to remodel the home, take it off man's shoulders, bring it up abreast with our scientific management, set free four-fifths of its labor, reduce its outrageous cost, improve its methods.

উইকিপিডিয়ার সৌজন্যে ১৯১৬ সালে ১০ ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত আটলান্টা কন্সটিটিউশনের পত্রিকার পৃষ্ঠা

Charlotte Perkins Gilman

Charlotte Perkins Gilman এর জীবন খুবই আগ্রহের বিষয়। ১৮৬০ সালে তিনি জন্মান, মারা যান১৯৩৫ সালে ৭৫ বছর বয়সে অতিমাত্রায় ক্লোরোফর্ম খেয়ে সুইসাইড করেন। তিনি বক্ষ ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার জীবনে একাধিক প্রেম ও বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়েছিল। সেই সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বা একাধিক প্রেম সামাজিক অপ্রচলিত ছিল। তিনি ভাববাদী নারীবাদ (ইউটোপিয়ান) বিশ্বাস করতেন।তাকে তৎকালীন সময়ের প্রথম নারীবাদী মহিলা বলা হত।

অধিক জানার জন্য উইকিপিডিয়া দেখুন https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Perkins_Gilman

তো এরকম একটা শান্ত ভাবনা থেকে নারীবাদ তিনের অধিক তরঙ্গ গত দেড়শ বছর জুড়ে পুরুষ সমাজকে শাসন করেছে, তাদের কথা উচ্চস্বরে প্রকাশ করেছে। প্রচার মাধ্যমগুলি ব্যবসা করেছে।

ফেমিনিজমের তিন তরঙ্গ

নারী কি করেছে এতদিন নারী আবার চিন্তা করুক, তারা কি আদৌ পুরুষের সমকক্ষ হবার দাবি রাখে?

নারীকে প্রশ্ন।

প্রিয় মহিলা, আপনি সমাজের কোন কাজটা করেন, যে কাজ পুরুষ করেনা? আমি প্রশ্ন তুলছি।

একটা চালাকির রাজনীতি চলে। কাউকে দাবিয়ে রাখার জন্য তার ভাল কাজ চেপে বাজে কাজকে তুলে ধরা। তাকে দানব ও শয়তান বলে প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক শত্রু নাম দাও। আর তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার কর। সে নিজেকে ভাল প্রমাণের জন্য ব্যস্ত থাকবে।তোমার চালাকি বুঝবেনা। তুমি সুখে থাকবে।

মহিলারা এই চালাকিতে পুরুষ খাটায়। ঘুম থেকে উঠার পর, একটা পুরুষ সাইকেলে করে/ হেঁটে খবরের কাগজ দিয়ে যায়। দুধওয়ালা, দুধ দিয়ে যায়। মুদিদোকানি ঝাপ খুলে দোকান সাজায়।চাওয়ালা চায়ের দোকানে উনুন জ্বালায়। বেকারিওয়ালা রুটি বিস্কুট দেয়। হোটেলওয়ালার রান্নার ঠাকুর রান্না করে দেয়। নাপিত চুল কাটে। গৃহকর্তা পরিবারের সদস্যদের জন্য রুটিরোজগারের ধান্দায় বের হয়ে যান। নানা পেশার লোক, নানা কাজ- রিক্সা, গাড়ি, ট্রেন, বিমান, জাহাজ, ইত্যাদি চালানো, ইনজিনীয়ার, ডাক্তার/কোবরেজ,ঝাড়ুদার, মুটে মজুর,সবই পুরুষকেন্দ্রিক, শিল্পপতি, বড়বাবু, ভাবেন নতুন আরেকটা কোম্পানী/ ফ্যাক্টরি খুলে আরো কর্মসংস্থান, আরো সামাজিক চাহিদা মেটানোর। এইসবগুলি কাজ ছাড়া সমাজ অচল। আর এই কাজগুলি পুরুষরাই করে।পুরুষের বদলে নারী এইকাজ করেনা, করলে নিপুন হয়না, ভাল সম্পন্ন হয়না।

তারপরও নারী রাতে পুরুষকে ব্যবহার করে তার জড়ায়ুর সুখের জন্য। তারপরেই তাকে নিন্দে করে, সে মদ খায়, গাঁজা খায়, নেশা করে। মাতাল হয়। সে বাজে লোক। অধিকাংশ পুরুষ নারীর কারণে বিবাগী হয়। সন্ন্যাস নেয়। আত্মহত্যা করে। নারী জানে, পুরুষ হল তার 'আলাদিনের প্রদীপ', তার কাছেই নারীর বাঁচার চাবি। তাকে দাবিয়ে বা বশে রাখতে না পারলে, তার জীবন বৃথা, বাঁচা মুশকিল। পুরুষ যেন নারীর কেনা সম্পত্তি, ক্রীতদাস। তাকে নিয়ন্ত্রণ যেনতেন রাখতে হবে। ফলে, সহজ অস্ত্র হল, 'পুরুষ আমাকে ধর্ষন করেছে' বলা, ও তাকে শাস্তি দেওয়া। এটা দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতকে বলতে হয়েছে, মহিলারা মিথ্যা রেপ কেস আনে ৭৫ শতাংশ। এর চেয়ে লজ্জা মহিলাদের কি হতে পারে!

পুরুষ যদি নারীর জন্য সব করতে পারে, তাহলে নারীর দায় পড়ে পুরুষের ঋণ মেটানো। পুরুষের সব আবদার মেটানো। কিন্তু তারা তো ৫০ বছরের আগেই বন্ধ্যা হয়ে যান। নয়ত বিধবা হয়ে যান।(পুরুষের আয়ু কম, এছাড়া বিয়ের পর পুরুষ আত্মহত্যা করে বেশি নারীর অত্যাচারে)।

অ্যালবার্ট অশোক